ভূমিকা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে ছিলেন চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক। দ্বারকানাথের মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ। গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথের ছিল তিন সন্তান ও দুই কন্যা। পুত্রগণ গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও দুই কন্যা বিনয়নী ও সুনয়নী। এই তিন ভ্রাতাই জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় তাঁদের শিল্পকলার সাধনার দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ছোটোবেলা থেকেই অবনীন্দ্রনাথ বাড়িতে পেয়েছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির অনুকূল পরিবেশ, যা তার প্রতিভার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি চিত্রকলার সাধনায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর সুনামও ছড়িয়ে পড়তে থাকে দিকে দিকে। লেখালেখির জগতে তাঁর প্রবেশ অনেকটা আকস্মিক ভাবেই। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বাল্যগ্রন্থাবলী প্রয়োজন মেটাতে তাঁর লেখার জগতে প্রবেশ। 'শকুন্তলা' রচনা দিয়ে সেই যে তাঁর লেখার শুরু তা বয়ে চলেছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি একের পর এক অসামান্য গ্রন্থ। আসলে ছবির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মনের যে ভাবগুলোকে প্রকাশ করতে পারছিলেন না, তার প্রকাশ ঘটেছিল লেখার মধ্য দিয়ে। তিনি একধারে ছিলেন চিত্রশিল্পী, গল্প-নাটক-পুঁথি-যাত্রাপাল-প্রবন্ধের রচয়িতা। জীবনের শেষদিকে আবার তিনি মেতে ছিলেন 'কুটুম-কাটাম' নিয়ে। সারা জীবন ধরে নিজের মধ্যে এক চির শিশুকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, যা তাঁকে দিয়ে নানান সৃষ্টিমূলক কাজ করিয়ে নিয়েছিল। তিনি ছিলেন এক অসমান্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর জীবনের নানা দিক ও রচনাগুলোর বিষয় বৈচিত্র্য গবেষণাতে তুলে ধরা হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদানের ব্যবহার নিয়ে পূর্বে কিছু কিছু কাজ হলেও তা ছিল খণ্ডাংশ। আমি আমার গবেষণাতে তাঁর সমগ্র রচনায় লোকসংস্কৃতির উপাদান কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা তুলে ধরেছি। লোকসংস্কৃতির বস্তুধর্মী ও ভাবধর্মী নানান উপাদান তাঁর সমগ্র রচনাতে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা গবেষণাতে তুলে ধরা হয়েছে।

জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সবসময় থেকেছেন মাটির কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে যেমন তিনি সামিল হয়েছেন দেশ সেবার কাজে, তেমনি আবার নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন লোকসাহিত্যের চর্চায়। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছড়া সংগ্রহ করেছেন, ব্রতকথা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রূপকথা, পুরাণ, প্রবাদ, লোকবিশ্বাস - সংস্কার প্রভৃতি লোকসাহিত্যের নানান বিষয় নিয়েও ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। তাই তাঁর একাধিক রচনাতে লোকসংস্কৃতির এই বিষয়গুলির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

লোকসংস্কৃতির বস্তুধর্মী ও ভাবধর্মী দুই উপাদানই তাঁর রচনায় চোখে পড়ে। বস্তুধর্মী উপাদান যেমন লোকদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, লোক অলংকার, লোক যানবাহান, লোক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র, লোক খাদ্য ও পানীয়, লোক বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির বহুল ব্যবহার গবেষণাতে তুলে ধরা হয়েছে। এরই পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির ভাবধর্মী উপাদান যেমন লোকবিশ্বাস-সংস্করার, রূপকথা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ডাক ও খনার বচন, ব্রত, লোকক্রীড়া, লোকাচার প্রভৃতি তাঁর রচনায় কীভাবে ব্যববহৃত হয়েছে তা — গবেষণাকর্মে তুলে ধরা হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কলমের আঁচড়ে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বুড়ো-আংলা'-র এক অংশে পাখিদের সংলাপে তিনি বলেছেন — 'ওবিন ঠাকুর - ছবি লেখে'। সত্যিই তিনি ছবি লিখতেন। ছবির মধ্য দিয়ে তিনি যখন মনের ভাব সম্পূর্ণ করে ধরে দিতে পারতেন না, তখনই তা প্রকাশ পেত লেখনির মধ্য দিয়ে। তাঁর রচনায় গ্রাম-বাংলার নানান চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেখানে এসেছে জেলে মাছ ধরছে, নদীতে ভেসে চলেছে নৌকো, মাতা খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরে বসে সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছেন, এমনি নানা লোকায়ত ছবি। আমার গবেষণাতে — এই দিকটির কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

আমার গবেষণার কাজে যাঁর অনুপ্রেরণা ও সহায়তা করেছে, আমার সাথে সর্বদা থেকেছে তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। এরই পাশাপাশি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে মহাশয়ের কাছ থেকেও নানান সময়ে অনেক ভাবে সহায়তা পেয়েছি। তাঁর প্রতিও রইল আমার কৃতজ্ঞতা। কাজের নানা সময়ে বাবা ও মায়ের উৎসাহও ভোলার নয়। বিদ্যাসগার বিশ্ববিদ্যালয় এর গ্রন্থাগার ও মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার এর নানা পুস্তক আমার গবেষণার কাজে সাহায্য করেছে। এছাড়া আমার গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে যাঁদের কাছে আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা পেয়েছি ওনাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

—০—